ISO 9001, ISO 14001 &
OHSAS 18001 Certified

সভাপতি,কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

এবং

সচিব
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০১৭ - ৩০ জুন, ২০১৮

সূচিপত্র

কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

উপক্রমণিকা

সেকশন-১ : কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি।

সেকশন-২ : **কৌশলগত উদ্দেশ্য,অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ**

কক্সবাজার পবিস এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the Performance of Coxsbazar PBS)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- **ক) সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:**

কক্সবাজার জেলার সদর,উখিয়া,টেকনাফ,চকরিয়া,পেকুয়া,মহেশখালী,বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি এবং লামা উপজেলার আংশিক এলাকার সমন্বয়ে ২৯০৭.৯৫০ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকা নিয়ে কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি গঠিত। বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কক্সবাজার পবিস নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গ্রামীন জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ের লক্ষ্যে এপ্রিল'২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত ৩৯৯৯.১৩৫ কিঃ মিঃ বৈদ্যুতিক লাইন র্নিমান সম্পন্ন করা হয়েছে।

মে'২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত ২,০৪,২৩৪ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। অত্র পবিসের ০৯টি উপকেন্দ্রের মধ্যে কক্সবাজার ১০ এমভিএ উপকেন্দ্র, উখিয়া-১ ১০ এমভিএ, উখিয়া-২ (নিদানিয়া) ১০ এমভিএ, টেকনাফ ১০ এমভিএ, টেকনাফ-২ ০৫ এমভিএ ,ঈদগাঁ ১০ এমভিএ, চকরিয়া ১০ এমভিএ, পেকুয়া ০৫ এমভিএ এবং মহেশখালী ১০ এমভিএ উপকেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রাহক প্রান্তে সরবরাহ করা হচ্ছে।

১। সুইচিং ষ্টেশন/ সাব-ষ্টেশনের জমি ক্রয় সংক্রান্ত ঃ

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাপবিবোর্ডের UREDS; DCSD প্রকল্পের আওতায় ৩৩ কেভি সুইচিং ষ্টেশন নির্মানের জন্য ৪০ শতাংশ জমি এবং "JAICA" এর অর্থায়নে Matarbari Ultra Super Critical Coal Fired Power Project এর আওতায় মহেশখালী-৩ (উত্তর নলবিলা) ৩৩/১১ কেভি ১০ এমভিএ উপকেন্দ্র নির্মানের জন্য ৪৫ শতাংশ জমি ক্রয় করা হয়েছে। কক্সবাজার-২ (তোতকখালী), উখিয়া-৩ (শফিরবিল) এলাকায় উপকেন্দ্র নির্মানের জন্য জমি অধিগ্রহন করা হয়েছে এবং রামু সেনানিবাস এলাকায় সাব ষ্টেশন নির্মানের জন্য সেনানিবাস হতে জমি গ্রহন করা হয়েছে। এছাড়াও টেকনাফ-৩ (সাবরাং ট্যুরিষ্ট জোন) এ সাব স্টেশন নির্মানের জন্য জমি অধিগ্রহন প্রক্রিয়াধীন আছে।

২। গ্রীড উপকেন্দ্র সংক্রান্ত ঃ

পবিসের নিজস্ব অর্থায়নে কক্সবাজার গ্রীড উপকেন্দ্রের কন্ট্রোল রুম বিল্ডিং সম্প্রসারন করে ০২ (দুই) টি ৩৩ কেভি ইনডোর টাইপ বে-ব্রেকার স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। নতুন ০২টি বে-ব্রেকার স্থাপনের ফলে ০১টি ৩৩ কেভি বে-ব্রেকার এর মাধ্যমে ঈদগাঁও ৩৩ কেভি ফিডার এবং অপর একটি ৩৩ কেভি বে-ব্রেকার এর মাধ্যমে সদর দপ্তর (১০ এমভিএ),উখিয়া-১ (১০ এমভিএ) এবং উখিয়া-২ (১০ এমভিএ) উপকেন্দ্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাবে। বে-ব্রেকার স্থাপনের কাজ সম্পাদিত হওয়ায় পবিসের ৩৩ কেভি ফিডার পুনবিন্যাস করে চাহিদাকৃত লোড (৫৪ মেঃওঃ) সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

মেগা প্রকল্প সমুহে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে কক্সবাজার গ্রীডের ক্ষমতা বর্ধনের জন্য পিজিসিবি কর্তৃক ৫০/৭৫ এমভিএ পাওয়ার ট্রান্সফরমার এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড এর মাধ্যমে ইতিমধ্যে স্থাপন পূর্বক বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে।

০২টি ৩৩ কেভি (টেকনাফ এবং ঈদগাঁও) ফিডারের লোড ৩০ মেঃওঃ হইতে বৃদ্ধি করে ৪০ মেঃ ওঃ এ সেটিং করা হয়েছে এবং কক্সবাজর গ্রীড হতে ঈদগাঁ উপকেন্দ্র পর্যন্ত নতুন ২১ কিঃ মিঃ ৩৩ কেভি লাইন নির্মান করে ৯ মেঃ ওঃ লোড পৃথকভাবে সরবরাহ করা হচ্ছে। যার ফলে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সহ সমিতির রাজস্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩। সুইচিং ষ্টেশন সংক্রান্ত ঃ

টেকনাফ ৩৩ কেভি ফিডার যার Line Length ৭৯.৫০ কিঃ মিঃ। ঈদগাঁও ৩৩ কেভি ফিডার যার Line Length ৭২.২৩ কিঃমিঃ। উক্ত ৩৩ কেভি ফিডার ০২ (দুই) টির মাধ্যমে পবিসের ০৯টি উপকেন্দ্রে (৮০এমভিএ) বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। বিশ্বব্যাংকের আওতায় কক্সবাজার চাইন্দা নামক স্থানে ৩৩ কেভি সুইচিং ষ্টেশন নির্মাণের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। যা আগামী ডিসেম্বর'২০১৮ইং তারিখের মধ্যে শেষ হবে। ৩৩ কেভি সুইচিং ষ্টেশন নির্মাণের কাজ শেষ হইলে ৩৩ কেভি লাইন বিভাজন সম্ভব হবে, নতুন সোর্স লাইনে ৩৩ কেভি সংযোগ দেওয়া যাবে এবং সিষ্টেম লস হ্রাস পাবে।

৪। টেকনাফ ৩৩ কেভি লাইন সংক্রান্ত ঃ

কক্সবাজার গ্রীড হতে উখিয়া পর্যন্ত ২৯ কিঃ মিঃ ৩৩ কেভি ফিডারে ইতিমধ্যে ২৬ কিঃ মিঃ ৩৩ কেভি ডাবল সার্কিট লাইন নির্মান সম্পন্ন হয়েছে এবং ০৩ কিঃ মিঃ ৩৩ কেভি লাইনের নিম্ন সাইজের তার পরিবর্তন করা হয়েছে। **বর্তমানে উক্ত ৩৩ কেভি ফিডারের লাইন লস্ ২.৫-৩.০% এর মধ্যে রয়েছে।**

৫। ঈদগাঁও ৩৩ কেভি লাইন সংক্রান্ত ঃ

কক্সবাজার গ্রীড হতে চকরিয়া পর্যন্ত ০১টি নতুন ৪৬.৭২৪ কিঃ মিঃ ৩৩ কেভি লাইন নির্মানের জন্য প্রথম পর্যায়ে ঈদগাঁও উপকেন্দ্র পর্যন্ত ২১.০০ কিঃ মিঃ নতুন লাইন নির্মান শেষে বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে (পিডিবি ৩৩ কেভি লাইনের টেপিং মুক্ত করার জন্য)। যার ফলে ঈদগাঁ উপকেন্দ্রের **৩৩ কেভি ফিডারের লাইন লস্ ৮.৯৭% হতে হ্রাস পেয়ে ২.৬৫% হয়েছে।**

দ্বিতীয় পর্যায়ে ঈদগাঁও উপকেন্দ্র হতে চকরিয়া পর্যন্ত ২৫.০০ কিঃ মিঃ ৩৩ কেভি লাইন নির্মানের কাজ চলমান আছে। উক্ত লাইন নির্মান কাজ জুন'২০১৭ ইং মাসের মধ্যে শেষ হবে। কক্সবাজার গ্রীড উপকেন্দ্র হতে চকরিয়া পর্যন্ত নতুন ৩৩ কেভি লাইন নির্মান হলে ঈদগাঁও ৩৩ কেভি ফিডারের লস্ গড়ে ৭.৩৩% হতে হ্রাস পেয়ে ৩.৫% এ নেমে আসবে। ফলে সমিতির আর্থিক সাশ্রয় হবে।

চকরিয়া (মগবাজার) হতে পোকখালী (লাল ব্রীজ) পর্যন্ত ৮.১২৬ কিঃ মিঃ ৩৩ কেভি তার পরিবর্তনের (#৪/০ হইতে #৪৭৭) কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে।

চকরিয়ার পোকখালী (লাল ব্রীজ) হতে কেরুনতলী, মহেশখালী পর্যন্ত ২৩ কিঃ মিঃ ৩৩ কেভি লাইনের আপগ্রেডেশনের কাজ শেষ হয়েছে। যার ফলে Dead-end এ ভোল্টেজ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ৩৩ কেভি লাইন লস হ্রাস পেয়েছে।

৬। উপকেন্দ্র সংক্রান্ত ঃ

UREDS প্রকল্পের আওতায় মহেশখালী-২ (১০ এমভিএ) উপকেন্দ্র নির্মানের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে (পবিসের নিজস্ব জমি) আগামী ডিসেম্বর' ২০১৭ ইং তারিখের মধ্যে শেষ হবে।
JICA প্রকল্পের আওতায় মহেশখালী - ৩ (১০ এমভিএ) উপকেন্দ্র নির্মানের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে ।
REECSDP-2 প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার-২ (১০ এমভিএ) উপকেন্দ্র নির্মানের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে ।
REECSDP-2 প্রকল্পের আওতায় উখিয়া-৩ (১০ এমভিএ) উপকেন্দ্র নির্মানের জন্য জমি অধিগ্রহন করা হয়েছে ।
1.5 MCCP প্রকল্পের আওতায় রামু সেনা নিবাসের নিজস্ব জমিতে (১০ এমভিএ) উপকেন্দ্র নির্মানের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে ।
1.5 MCCP প্রকল্পের আওতায় টেকনাফ-৩ (১০ এমভিএ),সাবরাং উপকেন্দ্র নির্মানের জন্য জমি অধিগ্রহন প্রক্রিয়াধীন আছে ।

এছাড়াও খুরুস্কুল (১০এমভিএ), ঈদগড় (১০এমভিএ) এবং বড়ইতলী (১০এমভিএ) ০৩ টি উপকেন্দ্র নির্মানের জন্য DNES প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

উপরে বর্ণিত উপকেন্দ্র গুলোর নির্মাণ কাজ সম্পাদন হলে ১১ কেভি ফিডারের দৈর্ঘ্য এবং লোড হ্রাস পাবে। যার ফলে অত্র পবিসের কোন ১১ কেভি ফিডার ওভার লোডেড থাকবে না। ফলে ১১ কেভি লাইন লস্ তথা সিস্টেম লস অনেকাংশে কমে যাবে। বর্তমানে ০৯ টি উপকেন্দ্রের মধ্যে কোন উপকেন্দ্র ওভার লোডেড নাই।

আগামী ১০ বৎসরে অত্র পবিসের প্রস্তাবিত লোডঃ

২০২২ সাল থেকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত উপকেন্দ্রের মোট বর্ধনকৃত ক্ষমতা (Upgradation) = **৫০ এমভিএ।**
উপকেন্দ্রের ২০২২ সালের মোট প্রস্তাবিত ক্ষমতা = (৬০+৩১৫) এমভিএ = ৩৭৫ এমভিএ।
উপকেন্দ্রের ২০২৭সালের মোট প্রস্তাবিত ক্ষমতা = (৫০+৩৭৫) এমভিএ = ৪২৫ এমভিএ।

৭) ১১ কেভি ফিডার সংক্রান্ত ঃ

সদর উপকেন্দ্রের ২বি (খুরুস্কুল ফিডার), উখিয়া-১ উপকেন্দ্রের ২বি (পালংখালী ফিডার), ০২টি ১১ কেভি ফিডার এ মিটারিং এর মাধ্যমে লস্ নির্ধারণ করা হচ্ছে। বাপবিবোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক ফিডারভিত্তিক লস্ হিসাব করার নিমিত্তে ১১ কেভি ফিডার সমূহ মিটারিং এর আওতায় আনার জন্য পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে।
উখিয়া-১ উপকেন্দ্রের ০৪ এবং ০৫ নং ফিডারের লোড বিভাজন করা হয়েছে। মহেশখালী কেরনতলী উপকেন্দ্রের ০৬ নং ফিডারের লোড বিভাজন করা হয়েছে। পেকুয়া উপকেন্দ্রের ০৬ নং ফিডারের লোড বিভাজন করা হয়েছে।

টেকনাফ-১ উপকেন্দ্রের ৪ নং ফিডারটির বর্তমান পিক লোড ৩.১৫ মেঃ ওঃ। লোড বিভাজনের জন্য ২.৬০৯ কিঃ মিঃ ডাবল সার্কিট লাইন নির্মানের কাজ চলমান আছে। ডাবল সার্কিট লাইন নির্মানের কাজ সম্পন্ন হলে ৪ নং ফিডার হতে ১.২ মেঃ ওঃ লোড স্থানান্তর করা সম্ভব হবে। আগামী আগষ্ট' ২০১৭ ইং তারিখের মধ্যে উক্ত কাজ শেষ হবে।

চকরিয়া-১ উপকেন্দ্রের ৪ নং ফিডারটির বর্তমান পিক লোড ৩.১০ মেঃ ওঃ । লোড বিভাজনের জন্য ০৬ কিঃ মিঃ ডাবল সার্কিট লাইন নির্মাণের মাধ্যমে ৪ নং ফিডার হতে ১.৫ মেঃওঃ লোড স্থানান্তর করা সম্ভব হবে। উক্ত কাজের দরপত্র আহবানের জন্য বিওকিউ প্রদান করা হয়েছে।

সদর উপকেন্দ্রের ০৪ নং (বাংলাবাজার) ফিডারটির বর্তমান পিক লোড ৩.০ মেঃ ওঃ। লোড বিভাজনের জন্য ০২ কিঃ মিঃ ডাবল সার্কিট লাইন নির্মাণের মাধ্যমে ৪ নং ফিডার হতে ১.২ মেঃ ওঃ লোড স্থানান্তর করা সম্ভব হবে। আগামী আগষ্ট'২০১৭ ইং তারিখের মধ্যে ডাবল সার্কিট লাইন নির্মানের কাজ শেষ হবে।

৮। অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত ঃ

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) কর্তৃক অত্র পবিসের ভৌগলিক এলাকায় ০৬ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্ধারন করেছে। সাবরাং অর্থনৈতিক অঞ্চলে সংযোগ প্রদানের জন্য ১২.০২৯ কিঃ মিঃ ৩৩ কেভি লাইনের মধ্যে ৪.৬২৯ কিঃ মিঃ আরইই-সিএসডিপি-২ প্রকল্পের আওতায় ১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখে মেসার্স আহাম্মদ কনষ্ট্রাকশন কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৭.৪০ কিঃ মিঃ লাইন ডিপোজিট ওয়ার্কের আওতায় মিনি ঠিকাদারের মাধ্যমে নির্মাণের জন্য ১৬/০৫/২০১৬ ইং তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক পর্যন্ত সকল খুঁটি স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং তারকরনের কাজ চলমান আছে। আগষ্ট'২০১৭ ইং এর মধ্যে সম্পূর্ন কাজ শেষ হবে।

নাফ ট্যুরিজম পার্ক (জালিয়ার দ্বীপ) এ বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে ১১ কেভি সাব-মেরিন ক্যাবল লাইন নির্মাণের জন্য ২০,৪৬,২৩৮/= (বিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার দুইশত আটত্রিশ টাকা) টাকার NOA প্রদান করা হয়েছে।

৯। মাতারবাড়ী ২ x ৬০০ মেঃ ওঃ কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত তথ্য ঃ

মাতারবাড়ী ২ x ৬০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য মিনি ঠিকাদারের মাধ্যমে মোট = ১৩.৮৯৭ কিঃ মিঃ লাইন নির্মান সম্পন্ন হয়েছে। বৈদ্যুতিক খুটি স্থানান্তরের জন্য আবেদন করায় ইতোমধ্যে ৫৪ টি খুঁটি অপসারণ করে পুনরায় স্থাপন করা হয়েছে।

অত্র পবিসে সিষ্টেম লস উত্তোরোত্তর হ্রাস পাচ্ছে। গত অর্থ বছরে বকেয়া মাস ১.৮৮ অর্জন করা হয়েছে। আগামী জুন'২০১৭ সালের মধ্যে ০১ উপজেলা, জুন/২০১৮ এর মধ্যে ০৪ টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন এবং আগামী ডিসেম্বর'১৮ নাগাদ আরো ০৪ (নাইক্ষ্যংছড়ি এবং লামা উপজেলার আংশিক) টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হবে।

- **খ) সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহঃ**

১। অত্র পবিসের আওতায় দ্রুত গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাথে গ্রাহকের বিদ্যুতের চাহিদা (ব্যবহৃত লোড) বৃদ্ধি পাচ্ছে। অত্র পবিসের পিক লোড ৬০ মেঃওঃ। এ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় গ্রীড হতে বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়া গিয়েছে। গ্রীষ্মে ও রমজান মাসে জাতীয় গ্রীড হতে গ্রাহকের চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়া গেলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ দেওয়া যাবে। জাতীয় গ্রীড হতে চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়া না গেলে গ্রাহক প্রান্তে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ রাখা সমিতির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

টেকনাফ ৩৩ কেভি ফিডার যার Line Length ৭৯.৫০ কিঃ মিঃ। ঈদগাঁও ৩৩ কেভি ফিডার যার Line Length ৭২.২৩ কিঃমিঃ। উক্ত ৩৩ কেভি ফিডার ০২ (দুই) টির মাধ্যমে পবিসের ০৯টি উপকেন্দ্রে (৮০এমভিএ) বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। বিশ্বব্যাংকের আওতায় কক্সবাজার চাইন্দা নামক স্থানে ৩৩ কেভি সুইচিং ষ্টেশন নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। যা আগামী ডিসেম্বর'২০১৮ইং তারিখের মধ্যে শেষ হবে। ৩৩ কেভি সুইচিং ষ্টেশন নির্মাণের কাজ শেষ হলে ৩৩ কেভি লাইন বিভাজন সম্ভব হবে, নতুন সোর্স লাইনে ৩৩ কেভি সংযোগ দেওয়া যাবে এবং সিষ্টেম লস হ্রাস পাবে।
তাছাড়া,অত্র সমিতির **৩৬৮৬.২৯২** কিঃমিঃ বিদ্যুতায়িত লাইন রয়েছে। ফলে গাছ-গাছালিসমৃদ্ধ গ্রামীন পাহাড়ী এলাকায় দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় বিদ্যুৎ সচল রাখাও সমিতির জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। শতভাগ বিদ্যুতায়নের লক্ষ্যে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল অত্র পবিসের পক্ষে পিডিবি,পিজিসিবির বিল ও দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের পর ট্রান্সফরমার, মিটার ও সার্ভিস ড্রপ নগদ মূল্যে ক্রয় করাও অত্র সমিতির জন্য একটি সমস্যা।

২) তারল্য সংকটঃ
ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের বিক্রয়মূল্য ব্যয়ের তুলনায় কম হওয়ায় সমিতির তারল্য সংকট প্রবল হচ্ছে। সমিতির তারল্য সংকট এর কারনে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রমে অর্থ ব্যয় করতে হিমশিম খেতে হয়। কম মূল্যহারের গ্রাহক বেশী হওয়ায় সমিতির বিদ্যুৎ বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে বিদ্যুৎ ক্রয়মুল্য ও বেতনাদি পরিশোধের পর অন্যান্য খরচের জন্য খুবই সামান্য পরিমাণ অর্থ অবশিষ্ট থাকে।

তাছাড়া,সম্প্রতি শতভাগ বিদ্যুতায়নের কারনেও সমিতির ফান্ড ব্যাবহার করে মালামাল ক্রয় করে সরকারের মহতী উদ্যোগকে সার্থক করার প্রচেষ্টা রয়েছে। কিন্তু তারল্য সংকট এর কারনে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। সম্প্রতি বছর সমূহে সমিতির লোকসান বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন গ্রাহকসমূহের বিদ্যুতায়নের সুফল হিসেবে দীর্ঘমেয়াদে সমিতি লোকসান কমিয়ে আনতে পারবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু, সে সময় পর্যন্ত সমিতির তারল্য সংকট কিছুটা অব্যাহত থাকবে, বকেয়া আদায় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে তা তারল্য সংকট কিছুটা হ্রাস করা সম্ভব হলেও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে ৫-৬ বছর বা তার বেশী সময় লাগবে। এসময় কালে তারল্য সংকটের কারনে ঋণের সুদ ও মূলধন পরিশোধ এবং বকেয়া ১.৪৫ সমমাসের মধ্যে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।

৩) সরকারী/আধা সরকারী/স্বায়িত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহের বকেয়াঃ

বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে,সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমূহের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে অনীহার কারনে বকেয়া বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বছরে একবার বিশেষ করে এপ্রিল/মে মাসে বকেয়া পরিশোধে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান বছর শেষেও বাজেটের অজুহাতে একটি বড় অংকের বিল বকেয়া রাখছে। ফলতঃ তাদের সরবরাহের জন্য ক্রয়কৃত বিদ্যুতের মুল্য সমিতিকে যথাসময়ে পরিশোধ করতে হচ্ছে, কিন্তু এসব সরকারী প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান হওয়ায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করাও সম্ভব হচ্ছে না। ফলে সমিতির তারল্য সংকটকে এসব বকেয়া প্রকট করে তুলছে এবং এ্যাকাউন্টস রিসিভেবলের টার্গেট অর্জনকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে তুলেছে।

৪) গ্রাহক অসচেতনতাঃ

এলাকার গ্রাহকসমূহকে বিভিন্নভাবে সচেতন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এলাকার নতুন সংযোগ প্রত্যাশি লোক অসচেতন হওয়ায় কিছু অসাধূ চক্রের সৃষ্ট জটিলতায় সংযোগ প্রক্রিয়া অনেক সময় বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। সমস্ত প্রকার অসাধু চক্রের ষড়যন্ত্রকে রুখে দিয়ে শতভাগ বিদ্যুতায়নের প্রচেষ্টা চলছে। সচেতন না হওয়ায় প্রায় ৬০% গ্রাহক নিয়মিত বিল পরিশোধ করেনা। ফলে এরুপ গ্রাহকের নিকট হতে বকেয়া আদায় করাও একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

গ) ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কক্সবাজার পবিস এর আওতাধীন সদর উপজেলা ডিসেম্বর/২০১৭ সালের মধ্যে, চকরিয়া,পেকুয়া,উখিয়া এবং রামু জুন'২০১৮ সালের মধ্যে এবং টেকনাফ,মহেশখালী এবং নাইক্ষ্যংছড়ির লামা উপজেলার আংশিক ডিসেম্বর'২০১৮ সালের মধ্যে শতভাগ বিদ্যুতায়ন করা হবে।

গ্রাহকগনের চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে কক্সবাজার-২ (তোতকখলী) আরইই-সিএসডিপি-২ প্রকল্পের আওতায় ১০ এমভিএ একটি উপকেন্দ্র, মহেশখালী-২ (গোরকঘাটা) ইউআরইডিএস প্রকল্পের আওতায় ১০ এমভিএ একটি উপকেন্দ্র,মহেশখালী-৩ (উত্তর নলবিলা) জাইকা প্রকল্পের আওতায় ১০ এমভিএ একটি উপকেন্দ্র এবং রামু-২ (সেনানিবাস) ১.৫ এমসিসি প্রকল্পের আওতায় ১০ এমভিএ একটি উপকেন্দ্র নির্মানের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং জুন/২০১৮ সালের মধ্যে উক্ত কার্য সম্পন্ন হবে।

তাছাড়া প্রস্তাবিত ১। উখিয়া-৩ (পাটুয়ারটেক), ২। টেকনাফ-৩ (সাবরাং), ৩। কক্সবাজার-৩ (খুরুশকুল), ৪। কক্সবাজার-৪ (খুরুশকুল আশ্রয়ন প্রকল্প), ৫। চকরিয়া-২ (বড়ইতলী), ৬। মহেশখালী ইজেড-১ (ঠাকুরতলা), ৭। মহেশখালী ইজেড- (উত্তর নলবিলা), ৮। মহেশখালী ইজেড-(ধলঘাটা), ৯। কক্সবাজার প্রি ট্রেড জোন- (ঘটিভাংগা) , ১০। মাতারবাড়ী কয়লা বিদ্যুৎ, ১১। কোহেলিয়া কয়লা বিদ্যুৎ, ১২। পেকুয়া-২(মগনামা), ১৩। সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক, ১৪। জালিয়ার দ্বীপ, এবং ১৫। রামু-১ (ঈদগড়) এই সর্বমোটি ১৫ টি ৩৩/১১ উপকেন্দ্র (প্রতিটি ১০ এমভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন) এর কাজ আগামী ২০২০-২০২১ সালের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

ক্রমবর্ধমান গ্রাহকের চাহিদা পূরণ ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ী এলাকায় পিজিসিবি কর্তৃক একটি গ্রীড স্থাপন কার্যক্রম চলমান আছে যা আগামী জুন'২০১৮ সালের মধ্যে নির্মান সম্পন্ন হবে।

তাছাড়া চকরিয়া উপজেলায় ০১ টি গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মানের জন্য প্রকল্পভূক্ত করা হয়েছে। টেকনাফ উপজেলায় ০১ টি এবং রামু উপজেলায় ০১ টি গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মানের জন্য প্রকল্পভূক্ত করনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।

উক্ত গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মান ও বিদ্যুতায়নের পর উক্ত গ্রীড হতে বিদ্যুৎ গ্রহনের ফলে সমিতির ৩৩ কেভি লাইন এর দৈর্ঘ্য বর্তমান অবস্থা হতে অনেকাংশে কমে যাবে। ফলে অত্র সমিতির সিষ্টেম লস ১০% এর মধ্যে রাখা সম্ভব হবে। পাশাপাশি বকেয়া মাস ১.২৫ অর্জনের পদক্ষেপ গ্রহন এবং গ্রাহক প্রান্তে ২৫,০০০ এক ফেজ এবং ৪০০ টি তিন ফেজ স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন করার জন্য প্রকল্পের অন্তর্ভূক্তকরন প্রক্রিয়াধীন আছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

০১। অত্র পবিসের আওতাধীন ০৫ টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করা।
০২। ০৪ টি ৩৩/১১ কেভি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মান।
০৩। পবিসের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।
০৪। বকেয়া মাস ১.৪৫ অর্জন করা।
০৫। সিষ্টেম লস এপিএ টার্গেট অনুযায়ী ১৩.০০% অর্জন করা।

উপক্রমণিকা (Preamble)

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও এর আওতাধীন পবিসসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি,স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ***কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি*** কে প্রদত্ত বার্ষিক কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে

সভাপতি, কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

এবং

সচিব
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

এর মধ্যে ২০১৭ সালের .....জুন.....মাসের.....১৫.....তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১:

কক্সবাজর পবিস এর রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision): কক্সবাজার পবিস এর আওতাধীন সকল জনগনকে গুনগতমানের বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission): ডিসেম্বর/২০১৮ সালের মধ্যে অত্র পবিসের আওতাধীন সমগ্র জনগোষ্ঠিকে (প্রতিটি ঘরে) বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

০১। বিদ্যুৎ বিতরন খাতের উন্নয়ন।
০২। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা প্রদান।
০৩। বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠি বৃদ্ধি।
০৪। আর্থিক সক্ষমতা অর্জন।

১.৩.১ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

০১। দক্ষতার সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
০২। কর্মপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন।
০৩। দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন।

০৪। কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন।
০৫। তথ্য অধিকার ও সপ্রনোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা।
০৬। আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

১.৪ কার্যাবলি (Functions):

০১। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারনের মাধ্যমে অত্র পবিসের আওতাধীন সকল জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সেবার আওতায় আনয়ন।
০২। কারিগরী উন্নয়নের মাধ্যমে সিস্টেম লস হ্রাসকরন।
০৩। বিদ্যুৎ ব্যবহারে গ্রাহকগনকে মিতব্যয়ী করা এবং উৎপাদনমুখী কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ।
০৪। অত্র পবিসের এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।
০৫। পবিসের আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় সংকোচনের ব্যবস্থা করা।
০৬। নতুন গ্রাহক সংযোগ সহজীকরন।
০৭। বৈদ্যুতিক লাইন নিয়মিত রক্ষনাবেক্ষন ও মেরামত করা।
০৮। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের পথস্বত্ত্ব মুক্তকরণ।
০৯। গ্রাহকের অভিযোগ দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিরসন করা।
১০। বকেয়া আদায় করা এবং আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
১১। সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা।
১২। সকল ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন।
১৩। ডিজিটালাইজেশন ও অটোমেশনের মাধ্যমে উত্তম সেবা নিশ্চিত করন।

সেকশন-২

কৌশলগত উদ্দেশ্য,অগ্রাধিকার,কাযক্রম,কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কক্সবাজার পবিস

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of strategic objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-১৮ (Target /Criteria Value for FY 2017-18)					প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৮-১৯	প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৯-২০
						২০১৫-১৬	২০১৬-১৭* ডিসেম্বর'১৬ পর্যন্ত	অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতিমান	চলতিমানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
			1. System Loss (Grid Meter) [%] (w/o resale)	%	২৮	১৭.৩৮%	১৬.৮৭%	১৩.০০%						
			2. Accounts Receivable (Months) (without GOB rebate & resale)	Month	১৪	১.৮৮	২.২৬	১.৪৫						
			3. Collection Bill(CB) Ratio (%) (without GOB	%	১	৯৮.৬৮%	৮৯.৬৬%	৯৯.০০%						
			4. Collection Import (CI) Ratio (%) (w/o rebate & resale)	%	১	৮১.৫৩%	৭৪.৫৩%	৮৬.১৩%						
			5. Recovery of amounts written=off	%	১	৫.৩৪%	১.৫৯%	৫.০০%						
			6. Payment of debt service liability (Tk' 000)	Tk	৭	৯০,০৫৫	৩০,০০০	১০০,০০০						
			7. O & M EXP. (EX. PC , Depre. Int. & Pro. Uncoll. AMT.)(TK) / Kwh Sold (w/o resale)	Tk	২	১.৩৫	১.১৬	১.৪০						
			8. Rev. / KM of Line w/o resale (TK)' 000	Tk	১	২৯৭	১৬২	৩৩০						
			9.Ratio of inspection & maintenance of Distri. line against Ener. line (KM)	%	১	৩২.৬৮%	৮.২০%	২৫.০০%						
			10. Ratio of Damaged & repairable Transformer (no.) against total installed	%	১	১১.০৮%	৪.৫০%	৪.০০%						
			11.Percentage of Damaged Transformer	%	১	৯৩%	৮৫%	১০০%						

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of strategic objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-১৮ (Target /Criteria Value for FY 2017-18)					প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৮-১৯	প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৯-২০
						২০১৫-১৬	২০১৬-১৭* ডিসেম্বর'১৬ পর্যন্ত	অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতিমান	চলতিমানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
			12. Ratio of connected consumer (over 90 days) against service in place – (Except irrigation)	%	২	১২.৪২%	১৮.৯৬%	৩.০০%						
			13. Store Management Performance:											
			a. Physical Inventory of all Stores under	%	১	১০০%	১০০%	১০০%						
			b. Timely Closeout of Mini & Force Work	%	১	১০০%	৮০%	৮০%						
			14. Maintenance and Up-gradation of equipment record card (ERC)	%	২	৪৮%	১০০%	১০০%						
			15.Improvement of Power Factor		১	০.৯৩	০.৯৬	০.৯২						
			16. Action on Meter Report	%	১	১০০%	১৩৭৯	১০০%						
			17. Average Training hour per	Hour	২	৩৫	৩৬	৭৫						
			18. Implementation of Annual Development Program (Issuance of Staking Sheet)	%	১	১০৪%	১০১%	১০০%						
			19. Timeliness to attend Consumer's	%	১	১০০%	১০০%	১০০%						
			20. System Average Interruption Duration Index (SAIDI)	Minute	২	১২৮০	৭৫৮	১৫০০						
			21. System Average Interruption Frequency Index (SAIFI)	Times	২	১৯.৩১	৯	৭৮						
			22.% of overloaded Transformer	%	২	৬১%	১১%	২.০০%						
			23.% of New Connected Consumers	%	৩	৯৬%	১১০%	১০০%						
			24.Accounts Payable	Month	১		১.০০	১.০০						

২৩/১/১৭

নূর মোহাম্মদ আজম মজুমদার
জেনারেল ম্যানেজার
কক্সবাজার পবিস।

সেকশন-২(খ)

কৌশলগত উদ্দেশ্য,অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রার মান-২০১৭-১৮ Target- 2017-18)				
						অসাধারণ (Excellent)	অতি উত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতি মান (Fair)	চলতি মানের নিম্নে (Poor)
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ										
[১] দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা	৪	২০১৭-১৮ অর্থবছরের খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দাখিল	নিধারিত সময়সীমার মধ্যে খসড়া চুক্তি বাপবিবোতে দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৭ এপ্রিল	১৯ এপ্রিল	২০ এপ্রিল	২৩ এপ্রিল	২৫ এপ্রিল
		২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	৪	৩	-	-	-
		২০১৭-১৮ অর্থবছরের অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	নিধারিত তারিখে অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৫ জানুয়ারী	১৬ জানুয়ারী	১৭ জানুয়ারী	১৮ জানুয়ারী	২১ জানুয়ারী
		২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৩ জুলাই	১৬ জুলাই	১৮ জুলাই	২০ জুলাই	২৩ জুলাই
[২] কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন	৯	মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে কমপক্ষে একটি অনলাইন সেবা চালু করা	অনলাইন সেবা চালুকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর	৩১ জানুয়ারী	২৮ ফেব্রুয়ারী	-	-
		দপ্তর/সংস্থার কমপক্ষে ১টি সেবাপ্রক্রিয়া সহজীকৃত	সেবাপ্রক্রিয়া সহজীকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর	৩১ জানুয়ারী	২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ মার্চ	
		উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প(এসআইপি)	উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়িত	তারিখ	১	০৪ জানুয়ারী	১১ জানুয়ারী	১৮ জানুয়ারী	২৫ জানুয়ারী	৩১ জানুয়ারী
			এসআইপি বাস্তবায়িত	%	১	২৫				
		পিআরএল শুরুর ২মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল, ছুটি নগদায়ন ও পেনশন মজুরিপত্র যুগপৎ জারি নিশ্চিতকরণ।	পিআরএল শুরুর ২মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল,ছুটি নগদায়ন ও পেনশন মঞ্জুরপত্র যুগপৎ জারিকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	
		সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান	প্রকাশিত সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদানকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০
		অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	নিস্পত্তিকৃত অভিযোগ	%	১	৯০	৮০	৭০	৬০	
		সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য টয়লেটসহ অপেক্ষাগার (Waiting room)এর ব্যবস্থা করা	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য টয়লেটসহ অপেক্ষাগার (Waiting room) চালুকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর	৩১ জানুয়ারী	২৮ ফেব্রুয়ারী	-	-
		সেবার মান সর্ম্পকে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষনের ব্যবস্থা চালু করা	সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষনের ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর	৩১ জানুয়ারী	২৮ ফেব্রুয়ারী	-	-

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রার মান-২০১৭-১৮ Target- 2017-18)				
						অসাধারণ (Excellent)	অতি উত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতি মান (Fair)	চলতি মানের নিম্নে (Poor)
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ										
[৩] দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন	৪	সরকারী কর্মসম্পাদন ব্যবস্থপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণের সময়	জনঘন্টা	২	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০
		জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	২০১৭-১৮ অর্থবছরের শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত ও দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৬ জুলাই	৩১ জুলাই	-	-	-
			নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	৪	৩	-	-	-
[৫] তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	২	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ	%	.৫	৮০	৭০	৬০	-	-
		স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ	স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশিত	তারিখ	.৫	১০০	৯০	৮৫	৮০	৭৫
[৬] আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	১	অডিট আপত্তি নিস্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	বছরে অডিট আপত্তি নিস্পতিকৃত	%	২	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০
খ) আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এর কর্মসম্পাদন মান=					২০					
গ) মোট বার্ষিক কর্ম সম্পাদন মান (ক+খ)=					১০০					

নূর মোহাম্মদ আজাদ মজুমদার
জেনারেল ম্যানেজার
কক্সবাজার পবিস।

আমি, সভাপতি, কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সচিব,বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, সচিব, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সভাপতি, কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষী:

স্বাক্ষরিত:
তারিখঃ ১৫/০৬/২০১৭ খ্রিঃ

.....
জেনারেল ম্যানেজার
কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
নূর মোহাম্মদ আজম মজুমদার
জেনারেল ম্যানেজার
কক্সবাজার পবিস।

.....
সভাপতি
কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
(মোঃ শহিদুল করিম)
উপ-পরিচালক (কেঃ অঃ)
পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
পবিস উঃ ও পঃ (কেঃ অঃ) পরিদপ্তর

.....
পরিচালক,পবিস ব্যবস্থাপনা ও পরিচালন (কেঃ অঃ) পরিদপ্তর
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
(মোঃ শহিদুল করিম)
উপ-পরিচালক (কেঃ অঃ)
পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
পবিস উঃ ও পঃ (কেঃ অঃ) পরিদপ্তর

.....
সচিব
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
(হাসিনা বেগম)
সচিব (অঃ দাঃ), বাপবিবোর্ড